ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ □ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ □ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ্ নং ঃ
F.7(1)-SWC)/PC/Rape/Sl.387/10/

তারিখ ঃ

প্রেস রিলিজ

ধর্ষণ না হলেও ধর্ষণ হয়েছে বললে মেয়েদের চরম লাঞ্ছিত ও কলঙ্কিত করা হয় - মহিলা কমিশন

গত ১০-১১-১০-এ পত্রিকার খবর 'ধর্ষণ ধামাচাপা রূপাইছড়ি ব্লকে'। প্রকৃত তথ্য জানতে ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের ৩ জন সদস্য সাব্রুম এসডিপিওর অফিসে পার্বতিকন্যা মঙ্গলার (কল্পিত নাম) সঙ্গে দেখা করে তাঁর লিখিত জবানবন্দী নেন। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় তদন্তে কোন কোন ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনের কিছু গাফিলতি সুবিচারের ক্ষেত্রে বিরূপ ফল কমিশনকেও ভোগ করতে হয়। পত্র পত্রিকায় এ নিয়ে সমালোচনার বন্যা বয়ে যায়। কিন্তু বেশীরভাগই তৎপর ও অকৃত্রিম সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তারই আরও একটা দৃষ্টান্ত সাব্রুমের এসডিপিও তথা আইপিএস অফিসার, আধিকারিক শ্রীমনচাক ইরপা। নির্যাতিত নারী ও শিশুর প্রতি তিনি গভীর সংবেদনশীল ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদী। সাব্রুমে ঘটে যাওয়া পরপর দুটি ঘটনায় তাঁর স্বতঃপ্রবৃত্ত, দ্রুত ও দৃঢ় হস্তক্ষেপে জনমানস তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছেন। রূপাইছড়ির ঘটনাতে কমিশন সদস্যারা তাঁকে এমনই সহানুভূতিশীল আবেগে পেলেন। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে তিনি সদস্যাদের অনুরোধ করলেন মানসিকভাবে ভেঙে পড়া নির্যাতিতার মনোবল ফিরিয়ে আনার। কমিশনকে এ ব্যাপারে সর্বতোভাবে সাহায্য করার আশ্বাসও দিয়েছেন। বাস্তবেই শ্রীমতী মঙ্গলা অনেক অনুরোধের পর জানালেন, পত্রিকার বিভ্রান্তিকর খবরে তিনি মর্মাহত, ক্ষুব্ধ, অপমানিত। তাঁর চরিত্রের ওপর এতবড় কলঙ্ক চাপিয়ে দেওয়ায় তিনি সকলের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছেন। স্বামী নরেন্দ্র ত্রিপুরার মৃত্যুর পর মাত্র দেড় মাস আগে তিনি গ্রুপ-ডি হিসেবে চাকরীতে যোগদান করেছেন ৪ মেয়ে ও শাশুড়ীর অন্নসংস্থানের জন্য। অফিসের সকলের সঙ্গেই তাঁর সুসম্পর্ক। বড় ২ মেয়ে হষ্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। তৃতীয় মেয়ে শাশুড়ীর সঙ্গে থাকে, ছোট মেয়ে নিয়ে তিনি রূপাইছড়ির সরকারী আবাসে থাকেন। মিথ্যা ধর্ষণের ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ায় তাঁকে সর্বত্রই হেনস্তা হতে হচ্ছে। তবে সহকর্মী ও বর্তমান পঞ্চায়েত সেক্রেটারী রুদ্রজিৎ রায়ের ব্যবহারে তিনি অত্যন্ত ক্ষিপ্ত। গত ৮-১১-১০-এর ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি জানালেন সন্ধ্যায় সরকারী আবাসে মেয়ের সঙ্গে বসে তিনি টিভি দেখছিলেন। সাড়ে ছটা নাগাদ দরজায় টোকা শুনে পাশে বিডিও-র কোয়ার্টারে কাজ করা সীমা মাসী এসেছে ভেবে তিনি দরজা খুলে দেন। কিন্তু দরজায় দাঁড়ানো রুদ্রজিৎকে দেখে অবাক হয়ে যান কারণ এর আগে কখনই রুদ্রজিৎ মঙ্গলার কোয়ার্টারে আসেননি। তাঁর হতভম্ব অবস্থার ফাঁকে রুদ্রজিৎ অনুমতি ছাড়াই ঘরে ঢুকে পড়ে নিজেই চেয়ার টেনে বসে পড়েন। ছোট শিশু কন্যাটির জন্য খাবারও আনেন। রুদ্রজিতের আচমকা আগমনে বিরক্ত হলেও সহকর্মী হিসেবে ভদ্রতার খাতিরে রুদ্রজিৎদাকে চা করে খাওয়ান। এর পরই রুদ্রজিৎ অবান্তর বাজে কথা বলা শুরু করেন এবং মঙ্গলাকে প্রয়োজনীয় সব কিছু দেবার প্রলোভন দেখাতে থাকেন। বিবাহিত ও সন্তানের পিতার কুমতলব আঁচ করতে পেরে মঙ্গলা

২০-১১-১০

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন
মেলারমাঠ □ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ □ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ নং ঃ
তারিখ ঃ

রুদ্রজিৎকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন এবং দরজা খুলে লোক ডাকতে গেলে রুদ্রজিৎ তাঁকে বাধা দেন। দেওরকে মোবাইল থেকে ফোন করতে গেলে মোবাইল হাত থেকে ছিনিয়ে নেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে অসহায় মঙ্গলা হাতের কাছে থাকা দা নিয়ে রুদ্রজিৎকে কেটে ফেলার হুমকী দেন। তখনই দুর্বৃত্ত পালিয়ে যায়। ঐ রাতেই ঘটনাটি মঙ্গলা পাশের কোয়ার্টারে থাকা বিডিওকে জানান। পরদিন অফিসে গিয়ে সহকর্মীদেরও জানান। ৩-৪ দিন পরে ঘটনাটি বিকৃত ভাবে প্রকাশিত হয়। নিরন্তর সমালোচনা ও বিদ্রূপাত্মক কথার আঘাতে অত্যন্ত অপমানিত ও লজ্জিত মঙ্গলা ঘর থেকে বেরুনো প্রায় বন্ধ করে দেন। অফিসে গেলেও সই করে ঘরে চলে আসেন। লজ্জায় ঘটনাটি তিনি থানাতেও জানান নি। কিন্তু গুঞ্জন বাড়তে থাকলে ব্লকের বিডিও তাকে নিয়ে ১৭-১১-১০-এ সাব্রুম থানায় গিয়ে এফ আই আর করান। এভাবে তাঁর একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে কেউ যেন ভবিষ্যতে তাঁর সম্মানহানি না করতে পারেন সকলের কাছে মঙ্গলার এই আবেদন। সাব্রুমের এসডিপিও অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে ঘটনাটির তদন্ত করছেন।

উদ্বিগ্ন কমিশন নারী ও শিশু নির্যাতন বৃদ্ধি পাওয়ায় বিচলিত। পরপর কয়েকটি ঘটনার তদন্তে কমিশনের মনে হয়েছে সত্য ঘটনা সবক্ষেত্রে প্রকাশ পাচ্ছে না। মিথ্যের প্রলেপ দিয়ে তুচ্ছ ঘটনাকে অতিরঞ্জিত করে নারীকে আরও লজ্জা ও অপমানের মধ্যে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। যার বোঝা অনিচ্ছাকৃত ভাবে নারীকে বয়ে নিয়ে সমাজে হেয় প্রতিপন্ন হয়ে থাকতে হচ্ছে। এ ধরণের রটনার লাগাম এখনই টানা দরকার। তা না হলে সমাজে সভ্যতার ভূমিকম্প শুরু হবে। এক্ষেত্রে সত্যদিশারী গণমাধ্যমের ভাই ও বন্ধুদের কাছে বিনীত অনুরোধ, সমাজের মা বোনদের ও শিশুদের আজীবন চরম অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে রক্ষা করুন। ছোট শিশু যারা ধর্ষণ শব্দের অর্থই বোঝেনা; বারবার প্রশ্ন করে অসহায় শিশুর বোবা চাহনী আমাদের সত্যিই বিচলিত করে তুলেছে। আসুন আমরা দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে মা, বোন ও শিশুদের সম্মান করি।

22/11/10
মেম্বার সেক্রেটারী
ত্রিপুরা মহিলা কমিশন